গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

জরুরি

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০২.৯৯.০০১.২০.১৩৯

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪২৭
৩০ জুলাই ২০২০

বিষয়: **২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নতুন এম.পি.ও.ভুক্ত/এম.পি.ও.স্তর পরিবর্তনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী এম.পি.ও.ভুক্তি।**

সূত্র: সূত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং
১। ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০২.২০১৯(অংশ-১).৭৯ তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০২০ খ্রি:
২। ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০২.২০১৯(অংশ-১).৮০ তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০২০ খ্রি:
৩। ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০২.২০১৯(অংশ-১).৮১ তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০২০ খ্রি:
৪। ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০২.২০১৯(অংশ-১).৮২ তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০২০ খ্রি:
৫। ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০২.২০১৯(অংশ-১).৮৩ তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০২০ খ্রি:
৬। ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০২.২০১৯(অংশ-১).৮৪ তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০২০ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সূত্রোক্ত স্মারকসমূহের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী মোট ১৬৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) এর অনুকূলে এম.পি.ও. কোডসহ বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারীদের ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে বেতন-ভাতাদি প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনা অনুসারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর হতে এপ্রিল-২০২০ এবং মে-২০২০ মাসে দু'টি বিশেষ এম.পি.ও'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের এম.পি.ও.ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত দুইটি এম.পি.ও.তে যে সকল যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত হতে পারেননি অথবা যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ প্রতিষ্ঠানের স্তর পরিবর্তনজনিত কারণে বকেয়া ছাড়াই উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত হয়েছেন তাঁদের জন্য নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে:

ক) এম.পি.ও. পাওয়ার যোগ্য যে সকল শিক্ষক-কর্মচারী এখনও এম.পি.ও.ভুক্ত হতে পারেননি তাঁরা চলমান নিয়মিত এম.পি.ও'র সাথে যথাযথ প্রক্রিয়ায় অনলাইনে আবেদন করে প্রথমে বকেয়া ছাড়াই এম.পি.ও.ভুক্ত হতে পারবেন। এরূপ শিক্ষক-কর্মচারী যে মাসে/এম.পি.ও.তে এম.পি.ও.ভুক্ত হবেন তাঁর পরের এম.পি.ও.তে যথাযথ কাগজপত্রসহ অনলাইনে আবেদন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন (উদাহরণ: এরূপ কোন শিক্ষক/কর্মচারী যদি সেপ্টেম্বর-২০২০ মাসে বকেয়া ছাড়া এম.পি.ও.ভুক্ত হয় তাহলে উক্ত শিক্ষক/কর্মচারী নভেম্বর-২০২০ মাসের এম.পি.ও.তে ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে আগস্ট-২০২০ পর্যন্ত বকেয়া বেতন ভাতাদির জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং তিনি তা প্রাপ্য হবেন। আবার কোন শিক্ষক/কর্মচারী যদি নভেম্বর-২০২০ মাসে বকেয়া ছাড়া এম.পি.ও.ভুক্ত হয় তাহলে উক্ত শিক্ষক/কর্মচারী জানুয়ারি-২০২১ মাসের এম.পি.ও.তে ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে অক্টোবর-২০২০ পর্যন্ত বকেয়া বেতন ভাতাদির জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং তিনি তা প্রাপ্য হবেন। এক্ষেত্রে যদি কোন শিক্ষক/কর্মচারীর চাকরিতে প্রথম যোগদানের তারিখ ০১ জুলাই, ২০১৯ এর পরে হয় তাহলে তাঁর চাকরিতে প্রথম যোগদানের তারিখ হতে বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। তবে কোন শিক্ষক-কর্মচারী যদি ১৯ এপ্রিল, ২০২০ এর পরে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন তাহলে তিনি কোন বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন না); এবং

খ) শিক্ষা প্রতষ্ঠানের স্তর পরিবর্তনজনিত কারণে যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ উচ্চতর স্তরে/গ্রেডে উন্নীত হয়েছেন কিন্তু উচ্চতর গ্রেডের জন্য ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে বর্ধিত অংশের বকেয়া (নতুন/উচ্চতর গ্রেডের মূল বেতন—পূর্বের গ্রেডের মূল বেতন=বর্ধিত বকেয়া) বেতন ভাতাদি পাননি সেসকল শিক্ষক-কর্মচারী যথাযথ কাগজপত্রসহ নিয়মিত এম.পি.ও.তে অনলাইনে আবেদন করে বর্ধিত অংশের বেতন ভাতার বকেয়া প্রাপ্য হবেন (উদাহরণ: ধরা যাক কোন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্তর পরিবর্তন হয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক পূর্বে ৮ নম্বর গ্রেডে বেতন পেতেন কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার কারণে তিনি ৭ নম্বর গ্রেডে ইতোমধ্যে উন্নীত হয়েছেন কিন্তু বেতন গ্রেড উন্নীত হওয়ার পরও তিনি বর্ধিত বেতনের ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে বকেয়া বেতন ভাতাদি পাননি। এরূপক্ষেত্রে উক্ত প্রধান শিক্ষকের এক মাসের বকেয়া হবে ৭ নম্বর গ্রেডে গৃহীত মূল বেতন—৮ নম্বর গ্রেডের গৃহীত মূল বেতন=বর্ধিত অংশের বকেয়া অর্থাৎ ২৯,০০০—২৩,০০০ =৬০০০ টাকা। এভাবে তিনি যে মাসে উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত হয়েছেন সে মাসের পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত বকেয়া প্রাপ্য হবেন। যদি তিনি বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্ত হয়ে ইতোপূর্বে বেতন ভাতা গ্রহণ করে থাকেন

তাহলে ঐ ইনক্রিমেন্টের টাকাও বকেয়া হতে কর্তন করতে হবে। যেমন ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক যদি ৭ নম্বর গ্রেডে ১টি ইনক্রিমেন্ট পেয়ে থাকেন তাহলে এক মাসের বকেয়া হবে ২৯,০০০—২৪,১৫০ =৪,৮৫০ টাকা। একবার নিম্ন গ্রেডে উৎসব ভাতা উত্তোলন করার পর ভূতাপেক্ষভাবে উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত হলেও উচ্চতর গ্রেডের জন্য বকেয়া উৎসব ভাতা দাবি করা যায় না বিধায় এক্ষেত্রেও বর্ধিত বেতন অংশের জন্য কোন বকেয়া উৎসব ভাতা দাবি করা যাবে না)।

২। এরূপ বকেয়া বেতন ভাতার আবেদন অগ্রায়ণ/অনুমোদনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে তথ্য অনুসন্ধান/যাচাইয়ের সুবিধার্তে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে, জেলা শিক্ষা অফিসে, আঞ্চলিক উপপরিচালকের অফিসে এবং আঞ্চলিক পরিচালকের অফিসে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের নাম, ইনডেক্স নম্বর ও বকেয়ার পরিমাণসহ একটি তালিকা সংরক্ষণ ও তা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে।

৩। এ আদেশ শুধুমাত্র সূত্রোক্ত স্মারকসমূহে বর্ণিত ১৬৩৮টি এম.পি.ও.ভুক্ত/এম.পি.ও.স্তর পরিবর্তনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ)-এর এম.পি.ও. পাওয়ার যোগ্য কিন্তু এখনও এম.পি.ও.ভুক্ত হতে পারেননি এরূপ শিক্ষক-কর্মচারী এবং এই প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল প্রধানগণ ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে বকেয়া ছাড়াই উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত হয়েছেন তাঁদের জন্য প্রযোজ্য এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩০-৭-২০২০
প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১) পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)
২) উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)
৩) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সকল জেলা
৪) উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সকল উপজেলা/থানা
৫) অধ্যক্ষ, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নতুন এম.পি.ও.ভুক্ত/এম.পি.ও.স্তর পরিবর্তনকৃত কলেজসমূহ
৬) প্রধান শিক্ষক, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নতুন এম.পি.ও.ভুক্ত/এম.পি.ও.স্তর পরিবর্তনকৃত নিম্নমাধ্যমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০২.৯৯.০০১.২০.১৩৯/১(১৩১)

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪২৭
৩০ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
২) পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
৩) উপপরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা।
৪) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৫) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ই. এম. আই. এস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা। (পত্রটি মাউশি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৬) সহকারী পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা।
৭) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা।
৮) পিএ টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর , মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
৯) সংরক্ষণ নথি।

৩০-৭-২০২০
মোঃ রুহুল মমিন
উপপরিচালক